প্রথম আলো অর্থনীতি

আইএনএমের সেমিনার

ক্ষুদ্রঋণ পারিবারিক কর্মসংস্থান বাড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদক | আপডেট: ০১:০৬, জুলাই ০৯, ২০১৫ | প্রিন্ট সংস্করণ

পারিবারিক পর্যায়ে বাড়তি কর্মসংস্থান তৈরি করে ক্ষুদ্রঋণ। তবে এ ক্ষেত্রে একই পরিবারের নারী-পুরুষেরা সমান সুযোগ পান না। এমন পর্যবেক্ষণই উঠে এসেছে 'গ্রামীণ পর্যায়ে কর্মসংস্থান ও মজুরির ওপর ক্ষুদ্রঋণের প্রভাব' শীর্ষক এক গবেষণায়। রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে গতকাল বুধবার ইনস্টিটিউট অব মাইক্রোফাইন্যান্স (আইএনএম) আয়োজিত এক সেমিনারে এই গবেষণার ফল প্রকাশ করা হয়। গবেষণাটি করেছেন যুক্তরাজ্যের উলস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অর্থনীতির অধ্যাপক ও আইএনএমের অতিথি গবেষক এস আর ওসমানী।

আইএনএম ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) চেয়ারম্যান কাজী খলীকুজ্জমান আহমদের সভাপতিত্বে সেমিনারে প্যানেল আলোচক ছিলেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাহবুব হোসেন, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) সাবেক বিশেষ পরামর্শক রিজওয়ানুল ইসলাম, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) গবেষণা পরিচালক রুশিদান ইসলাম রহমান, ইকোনমিক রিসার্চ গ্রুপের (ইআরজি) নির্বাহী পরিচালক সাজ্জাদ জহির, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক সেলিম রায়হান প্রমুখ।

মূল প্রবন্ধে বলা হয়, ক্ষুদ্রঋণ পাওয়া একটি পরিবারে ঋণ না পাওয়া একটি পরিবারের তুলনায় কর্মসংস্থান ১৯ শতাংশ বেশি হয়। ক্ষুদ্রঋণ পাওয়া একটি পরিবার বছরে গড়ে প্রায় ৫৩ দিন বেশি কাজের সুযোগ পায়। তবে ক্ষুদ্রঋণ না পাওয়া পরিবারের চেয়ে ক্ষুদ্রঋণ পাওয়া পরিবারের পুরুষেরা গড়ে ৪২ দশমিক ৬ দিন ও নারীরা আট দিন বেশি কাজের সুযোগ পান।

একইভাবে যেসব পরিবার উৎপাদনশীল খাতে ক্ষুদ্রঋণ ব্যবহার করে তাদের বছরে গড় কর্মদিবস বাড়ে ৬৩ দিন। আবার যেসব পরিবার অনুৎপাদনশীল খাতে ক্ষুদ্রঋণ ব্যবহার করে তাদের কর্মদিবস ৪১ দিন বৃদ্ধি পায়।

গবেষণায় মজুরির ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রঋণের প্রভাব তুলে ধরে বলা হয়, গ্রামাঞ্চলে মজুরির ওপর ক্ষুদ্রঋণের গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। একটি গ্রামে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ দ্বিগুণ হলে মজুরির হার ৪৬ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ে। তবে মজুরির এ প্রবৃদ্ধি কেবল ভরা মৌসুমেই (পিক সিজন) হয়ে থাকে।

রাঙামাটি বাদে বাংলাদেশের সব জেলার ৬ হাজার ৩০০ পরিবারের তথ্য-উপাত্ত নিয়ে গবেষণাটি করা হয়েছে। সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য দেন আইএনএমের নির্বাহী পরিচালক এম এ বাকী খলীলী।

সম্পাদক ও প্রকাশক: মতিউর রহমান
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
ফোনঃ ৮১৮০০৭৮-৮১, ফ্যাক্সঃ ৯১৩০৪৯৬, ই-মেইলঃ info@prothom-alo.info

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত
প্রথম আলো ১৯৯৮ - ২০১৫

এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা বা ছবি অনুমতি ছাড়া নকল করা বা অন্য কোথাও প্রকাশ করা সম্পূর্ণ বেআইনি